দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 2 AUG 1987
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... 3

32

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি

দেশের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার মান ক্রমশঃ নীচে নেমে যাচ্ছে বলে অনেকের ধারণা। এমনকি, শিক্ষার মানোন্নয়নে সুধী মহল ও সরকারী পর্যায়ে বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেও সমস্যার সমাধান তেমন উল্লেখযোগ্য হয়নি। একথা অবশ্য শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই অবহিত, যে জাতি শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে পারে না, সে জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা ঘুণে ধরা এবং শিক্ষিতের নামে অশিক্ষিত, কুশিক্ষিত এবং অর্ধ-শিক্ষিতের জন্ম দেয়।

তাই আমাদের বহু দিনের প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি যা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তার ব্যাপক সংস্কার বিশেষভাবে প্রয়োজন। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে যেভাবে হাতের কাছে বসিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ শিক্ষা দান করে থাকেন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তা সম্ভব নয়। এ পর্যায়ে তাদের ভেতরে জ্ঞান দান সঠিকভাবে সম্ভব হলে ভবিষ্যৎ জীবনে তারা ভাল হতে পারে। দীর্ঘ দিনের শিক্ষকতা জীবনে অভিজ্ঞতার আলোকে মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষাপদ্ধতির যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান এবং যার অশুভ কারণে শিক্ষার্থীদেরকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না, সে প্রসঙ্গে কয়েকটি কথাঃ

১। এস, এস, সি, পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের আসনের ব্যবস্থা যেভাবে করা হয়, তাতে তারা মাথা ঘুরিয়ে একে অপরের উত্তরপত্রে নজর দিতে পারে এবং সহজে আলাপ-আলোচনা করতে পারে ও প্রয়োজনীয় সাহায্য তারা পেয়ে থাকে। আত্মনির্ভরশীল হবার প্রবণতা এতে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে না। কর্তব্যরত পরিদর্শকগণ শত চেষ্টা করেও এ ধরনের কথাবার্তা ও দেখাদেখি বন্ধ করতে পারেন না। বিশেষ করে দেখাদেখি বা কথাবার্তার কারণে তাদেরকে তেমন কোন শাস্তিও দেয়া চলে না।

২। এক নাগাড়ে তিন ঘন্টা বসে পরীক্ষার হলে উত্তর লেখার সময় বেশ লম্বা সময় বলে মনে হয়। এ দীর্ঘ সময়ের সুযোগেই তারা পরস্পরে দেখাদেখি এবং আলাপ-আলোচনা করার প্রচুর সময় পায়, এমনকি একাধিকবার পেশাব-পায়খানার ছল-চাতুরীর মাধ্যমে বাথরুমে গিয়ে বই-পুস্তক দেখার অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

৩। প্রশ্নপত্রের ভাষা দুর্বোধ্য থাকার দরুন অথবা কঠিন প্রশ্ন থাকার ফলেও পরীক্ষার্থীগণ বিবিধ উপায়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। উল্লেখিত সব কয়টি ত্রুটিই বাস্তব এবং মারাত্মক। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের প্রতি বছরের এস, এস, সি, পরীক্ষার ফলাফল। পরীক্ষা পদ্ধতিতে বিরাজমান ত্রুটিগুলোই শিক্ষার্থীদেরকে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে বাধ্য করে না। এ কারণে মান্ধাতার আমলের প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তন করে বাস্তবমুখী এবং যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমার সুপারিশ হচ্ছেঃ (ক) প্রশ্নপত্রে দু'টি অংশ থাকবে— প্রথম অংশ উদ্দেশ্যমূলক, ২০ নম্বর সম্বলিত প্রশ্নপত্রে মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে, সময় ২০ মিনিট, প্রশ্নপত্রেই উত্তর লেখার ব্যবস্থা থাকবে। দ্বিতীয় অংশে ৮০ নম্বরের জন্য ৮টি প্রশ্ন থাকবে এবং সময় থাকবে ৯০ মিনিট। ৩ ঘন্টার স্থলে ২ ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষাপর্ব প্রতি পত্র বা বিষয়ের জন্য নির্ধারণ করতে হবে। প্রথম অংশের উদ্দেশ্যমূলক উত্তরসহ প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে এবং দ্বিতীয় অংশের রচনামূলক ৮০ নম্বরের পরীক্ষার জন্য উত্তর লেখার খাতা ও প্রশ্ন প্রদান ইত্যাদির জন্য ৯০ মিনিট সময় থাকবে। মোট কথা ১ম অংশের জন্য ২০মিঃ+১০মিঃ+৯০মিঃ= ১২০ মিঃ অর্থাৎ দু'ঘন্টার পরীক্ষা। (খ) মাধ্যমিক পর্যায়ে জ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট সময় বলে এখানে ব্যাপকভাবে ছাত্র-ছাত্রীকে জ্ঞান লাভে অনুপ্রাণিত করতে হবে। (গ) পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থার জন্য পরিমিত ফাঁক বা ব্যবধান এরূপভাবে রাখতে হবে যেন সহজে একে অন্যের উত্তরপত্রের প্রতি নজর দিয়ে কিছু না লিখতে পারে। পরিমিত ফাঁক রাখতে পারলে পরীক্ষা কক্ষের সংখ্যা বেশী লাগে। এই অসুবিধা বিদূরিত করা সম্ভব একাধিক শিফটে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা দ্বারা। (ঘ) প্রশ্নপত্রের ভাষা সহজ এবং স্পষ্ট হতে হবে। কৌশলী বা ছল-চাতুরীপূর্ণ প্রশ্নের অংশবিশেষ বর্জন করতে হবে। পরীক্ষাপদ্ধতির ব্যাপক সংস্কারের সাথে জড়িত আরো কিছু বিষয় এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা অপরিহার্যঃ (১) স্কুলভিত্তিক ১ম সাময়িক , দ্বিতীয় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল সম্মিলিতভাবে প্রকাশের মাধ্যমে উত্তীর্ণ ও অনুত্তীর্ণ ধরতে হবে— কারণ দেখা যায়, ১ম সাময়িক ও ২য় সাময়িক পরীক্ষা না দিয়ে নানা ছল-চাতুরী করে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রমোশন পায়। সেজন্য স্কুলে গৃহীত সবকয়টি পরীক্ষায় সকল ছাত্র-ছাত্রীগণকে পাস করতে হবে। (২) বেসরকারী হাই স্কুলগুলোতে ফেলের সংখ্যা বেশী। বর্তমানে নামে মাত্র একটি নিয়ম আছে— শতকরা ৩০ জন ছাত্র এস, এস, সি, পরীক্ষায় পাস না করলে বেসরকারী হাই স্কুলের মঞ্জুরী কাটা যাবে। আসলে এ ব্যবস্থার কার্যকারিতা নেই বললেই চলে।

শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যাপারে পরীক্ষাপদ্ধতিতে সংস্কার সাধন না করলে অন্যান্য আনুষংগিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শুধু সমস্যার সমাধান হবে না বরং জটিলতা সৃষ্টি হবে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেন, বিশেষ করে উর্ধ্বতন মহল বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে আশা করি।

—ওবায়দুল হক মিয়া